



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৬-২০১৭

প্রথম খ-

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

[গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৬-২০১৭

প্রথম খ-

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৩-২০১৪

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃঃ নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	১
	অডিট বিষয়ক তথ্য	২
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৩
	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৩
	অডিটের সুপারিশ	৩
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)	৪-১০
৫.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশস) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৪ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয়-ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড তথা International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগতমান বৃদ্ধিতে রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
খ্রিস্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংবেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১.	রাজউক এনেক্স ভবনের ফ্লোর ভাড়া সঠিক ভাবে আদায় না করায় ক্ষতি।	৪৯,৮২,৪৮৬	৫
২.	দি ঢাকা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯ এবং দি টাউন ইমপ্রভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৩ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটের আয়তন বৃদ্ধির কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অধিক আয়তনের ৫০ টি প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান।	--	৬
৩.	প্রসপেক্টাস ও আবেদনের শর্ত অনুযায়ী জন্ম তারিখের স্বপক্ষে সনদ এবং আবেদনপত্রে আবেদনকৃত ক্যাটাগরিতে কোন টিক চিহ্ন না দেয়া সত্ত্বেও আবেদনপত্র বাতিল না করে আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	--	৭
৪.	ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম স্কোর না পেলেও এবং চাহিদা অনুযায়ী সকল কাগজপত্র দাখিল না করা সত্ত্বেও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ৪টি প্লট বরাদ্দ প্রদান।	--	৮-৯
৫.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের সুপারিশ করা সত্ত্বেও দরপত্র অনুমোদনে অহেতুক বিলম্বের ফলে পুনঃ দরপত্র আহবান করায় কাজের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৫,০৩,১০৯	১০
	মোট =	২,১৪,৮৫,৫৯৫	

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীবা অর্থ বছর	ঃ	২০১৩-২০১৪
নিরীবিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) মতিঝিল, ঢাকা।
নিরীবার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীবার সময়	ঃ	১৭-০৫-২০১৫ খ্রিঃ হতে ১৮-০৬-২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীবা পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে	ঃ	মোঃ সাইদুর রহমান সরকার, উপপরিচালক মোঃ শাহাদৎ হোসেন, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ কামাল আনোয়ার, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এমদাদুল ইসলাম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিষ্ণু পদ পাল, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এস এম মোস্তফা কামাল, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার রাহা, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সৈয়দ আতিকুর রহমান, এস এ এস সুপার মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, এস এ এস সুপার মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, এস এ এস সুপার মজিবুর রহমান, এস এ এস সুপার মোঃ মোস্তাক আহমেদ, অডিটর আব্দুল্লাহ আল মামুন, অডিটর মোঃ নেজামুল হক, অডিটর মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, অডিটর মুহম্মদ রকিবুল হোসাইন, অডিটর মোহাম্মদ রিজওয়ানুল হক, অডিটর মোঃ মনছুর আলী, অফিস সহায়ক
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান, মহাপরিচালক পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- সরকারি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায় ও জমা না করা।
- দি ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯ এবং দি টাউন ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৩ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- প্লট বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন না করা।
- যথাসময়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা।

অনিয়ম ও বতিরসমূহের কারণ :

- রাজউক এর নিজস্ব বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- প্লট বরাদ্দের নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- সরকারি আদেশ ও নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- বিধি লংঘনকারীর জবাবদিহিতার অভাব।

অডিটের সুপারিশ :

- রাজউক এর নিজস্ব বিধি বিধানসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- প্লট বরাদ্দের নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হওয়া।
- রাজউক এর প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের বাস্তব ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ।
- সরকারি আদেশ ও নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা।
- আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

(ଅଡିଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦସମୂହ)

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনামঃ রাজউক এনেক্স ভবনের ফ্লোর ভাড়া সঠিক ভাবে আদায় না করায় বকেয়ার পরিমাণ ৪৯,৮২,৪৮৬ টাকা।

বিবরণঃ

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে রাজউকের এনেক্স ভবনের ৫ম তলার দক্ষিণ অংশের ফ্লোরের ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রাজউক এনেক্স ভবনের ফ্লোর ভাড়া সঠিক ভাবে আদায় করা হয়নি। বকেয়ার পরিমাণ ৪৯,৮২,৪৮৬ টাকা।
- রাজউক এনেক্স ভবনের ৫ম তলার দক্ষিণ অংশের ১৪১৩ বর্গফুট এলাকা সম্বলিত ফ্লোরটি প্রতি বর্গফুট ২০ টাকা হারে মেসার্স পটুয়াখালী জুট মিলস লিঃ কে ভাড়া প্রদান করার নিমিত্তে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ফ্লোরের ভাড়া সময়মত সঠিকভাবে পরিশোধ না করায় ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সুদসহ ফ্লোরের ভাড়া বাবদ মোট ৪৯,৮২,৪৮৬ টাকা বকেয়া রয়েছে। বকেয়া অর্থ অনাদায়ের বিষয়ে উক্ত সময়কাল হতে বর্তমান বোর্ড সভা দায়ী [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ০১]।

অনিয়মের কারণঃ

সিপিডব্লিউ-এ কোডের ১৭৭ (এ) ধারা অনুযায়ী বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

ফলাফলঃ

ভাড়া অনাদায়ী থাকায় রাজউক রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

পটুয়াখালী জুট মিলস লিঃ কে বকেয়া টাকা প্রদান এবং স্পেস ছেড়ে দেয়ার জন্য বার বার বলা হলেও উক্ত প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কোন প্রকার সহযোগিতা করেনি। বকেয়া টাকার মধ্য হতে এ যাবৎ ৪,৪৭,০৮৪ টাকা আদায় করা হয়েছে।

নিরীবা মন্তব্যঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। বকেয়া ভাড়া বাবদ ৪,৪৭,০৮৪ টাকা আদায় করলেও হালনাগাদ সময় পর্যন্ত আরও অর্থের বকেয়া সৃষ্টি হয়েছে। ভাড়া প্রদানকৃত ফ্লোরের ভাড়া যথাসময়ে আদায় না করলে টাকা আদায় হওয়ার বিষয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীবার সুপারিশঃ

ফ্লোর ভাড়া বাবদ হাল নাগাদ সময়কাল পর্যন্ত বকেয়া অর্থ আদায় করে প্রমানকসহ জবাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনামঃ দি ঢাকা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯ এবং দি টাউন ইমপ্রভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৩ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটের আয়তন বৃদ্ধির কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অধিক আয়তনের ৫০ টি প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণঃ

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা অফিসের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি, মাসিক সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্লট বরাদ্দ প্রাপ্তগণকে নীতিমালা পরিপন্থীভাবে সুবিধা প্রদানের জন্য অধিক আয়তনের ৫০টি প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- বরাদ্দগ্রহীতাগণের আবেদনের ভিত্তিতে আবেদন যাচাই বাছাই করে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন আয়তনের প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বয়স, বাৎসরিক আয় ও আয়কর, বেতন স্কেল ও মূল বেতনের ভিত্তিতে প্রাপ্ত স্কেল অনুযায়ী এবং লটারির ভিত্তিতে বিভিন্ন আয়তনের প্লটের জন্য বরাদ্দ গ্রহীতা নির্বাচন করা হয়।
- প্লটের সাময়িক বা চূড়ান্ত বরাদ্দ পাওয়ার পর বরাদ্দ গ্রহীতার ইচ্ছানুযায়ী আবেদনের ভিত্তিতে মূল বরাদ্দ ৩ কাঠা হতে ৫ কাঠা, ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা, ৫ কাঠা হতে ৭.৫ কাঠা ও ১০ কাঠা এবং ৭.৫ কাঠা হতে ১০ কাঠার ৫০টি প্লট অনিয়মিতভাবে পুনঃ বরাদ্দ করা হয়। এক্ষেত্রে কোন নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি।
- অপরদিকে আলোচ্য ৫০টি প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তিত বরাদ্দ প্রদানের ফলে খালি হয়ে যাওয়া উক্ত ৫০টি প্লট কোন নীতিমালার ভিত্তিতে কাকে ও কিভাবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২]।

অনিয়মের কারণঃ

দি ঢাকা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯ এবং দি টাউন ইমপ্রভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৩ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটের আয়তন পরিবর্তনের কোন সংস্থান নেই।

ফলাফলঃ

আবাসিক প্লটের আয়তন পরিবর্তনের কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অধিক আয়তনের ৫০ টি প্লট অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করায় বিধি বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

কর্তৃপক্ষ টিআই এ্যাক্টের ১০১ ধারা বলে প্লটের আয়তন পরিবর্তন করে প্লট পরিবর্তন করতে পারেন। বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে টিআই এ্যাক্টের ১০১ ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা বলে বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আয়তন পরিবর্তন করে প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে। পরিবর্তিত প্লটের মূল্য আয়তন অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যেই আদায় করা হয়েছে।

নিরীবা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। দি টাউন ইমপ্রভমেন্ট এ্যাক্টের ১০১ ধারায় আবাসিক প্লটের আয়তন কম থেকে বেশী আয়তনে বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নেই। বরাদ্দ গ্রহীতার আবেদনকৃত আয়তন অপেক্ষা পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশী আয়তনের প্লট বরাদ্দ প্রদানের সুযোগ নেই।
- বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীবার সুপারিশঃ

অনিয়মিতভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বেশী আয়তনের প্লটের বরাদ্দ বাতিল করে মূল আবেদনে উল্লিখিত আয়তনের প্লটের বরাদ্দ বহাল রেখে খালি হওয়া প্লটসমূহ দি ঢাকা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাস্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯, দি টাউন ইমপ্রভমেন্ট এ্যাক্ট ১৯৫৩ এবং সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ প্রদান করে অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো। অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনামঃ প্রসপেক্টাস ও আবেদনের শর্ত অনুযায়ী জন্ম তারিখের স্বপক্ষে সনদ এবং আবেদনপত্রে পেশা/ক্যাটাগরিতে কোন টিক চিহ্ন না দেয়া সত্ত্বেও আবেদনপত্র বাতিল না করে আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণঃ

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি, প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও প্রসপেক্টাস এবং সংশ্লিষ্ট মাসিক সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রসপেক্টাস ও আবেদনের শর্ত অনুযায়ী জন্ম তারিখের স্বপক্ষে সনদ এবং আবেদনপত্রে পেশা/ক্যাটাগরিতে কোন টিক চিহ্ন না দেয়া সত্ত্বেও আবেদনপত্র বাতিল না করে আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্রসপেক্টাস এর ১৮ নং শর্ত অনুযায়ী আবেদনকারীর সঠিক বয়স প্রমাণের জন্য ম্যাট্রিক/এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক জন্মগত সার্টিফিকেট এর অনুলিপি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করতে হবে। তাছাড়া আবেদনপত্রের ৬ নং কলামে পেশা/ক্যাটাগরির স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে।
- কিছু এক্ষেত্রে বয়স প্রমাণের উক্ত সনদ না দিয়ে প্রবেশ পত্রের কপি দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান/কমিশনার কর্তৃক কোন সনদপত্র দেয়া হয়নি। তাছাড়া আবেদনপত্রে পেশা/ক্যাটাগরিতে কোন টিক চিহ্ন দেয়া হয়নি। তাই আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য হলেও বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন পূর্বক তা বাতিল না করে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৩]।

অনিয়মের কারণঃ

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্রসপেক্টাস এর ১৮ নং শর্ত পরিপালন করা হয়নি।

ফলাফলঃ

- প্রসপেক্টাসের শর্ত পরিপালন না করে প্লট বরাদ্দ প্রদান।
- প্লট বরাদ্দের আবেদনপত্র যাচাই বাছাই কমিটির সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলা।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নথি পত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে ব্রডশীট আকারে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীবা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। আবেদনপত্র ও প্রসপেক্টাসের শর্ত অনুযায়ী আবেদনপত্রে পূর্নাঙ্গ ও যথাযথ তথ্য না থাকার কারণে আবেদনপত্র বাতিলযোগ্য ছিল। কাজেই বাতিলযোগ্য আবেদনপত্রের বিপরীতে প্লট বরাদ্দের সুযোগ নেই।
- বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীবার সুপারিশঃ

অনিয়মিতভাবে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করতঃ আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনামঃ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম স্কোর না পেলেও এবং চাহিদা অনুযায়ী সকল কাগজপত্র দাখিল না করা সত্ত্বেও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ৪টি প্লট বরাদ্দ প্রদান।

বিবরণঃ

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি ও মাসিক সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্লট বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির সুপারিশ এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম স্কোর না পেলেও এবং চাহিদা অনুযায়ী সকল কাগজপত্র দাখিল না করলেও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক তাদেরকে অনিয়মিতভাবে ৪টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- আবেদনপত্র ও বরাদ্দের ক্যাটাগরিওয়ারী বিভিন্ন আয়তনের প্লটের জন্য বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য ন্যূনতম/সর্বনিম্ন নম্বর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু যাচাই বাছাই কমিটির সুপারিশ ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ক্যাটাগরিতে বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য সর্বনিম্ন বা ন্যূনতম নম্বর না পেলেও আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক তাদেরকে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- এতদসংক্রান্ত বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ০৮/২০০৪ তম ও ১২/২০০৩ তম বিশেষ সভার অনুচ্ছেদ ৩৪ এর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

ক্যাটাগরি	প্লটের আয়তন	বরাদ্দ প্রদানের জন্য ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণ	বোর্ড সভার বিবরণ
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি	১০ কাঠা	৬৩	০৮/২০০৪ তম বিশেষ সভা
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি	১০ কাঠা	৬৩	১২/২০০৩ তম বিশেষ সভা

- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রশা-৬/রাজ-৬৬/৯৮/৩২৫, তারিখ: ১৮/০৮/২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও প্রসপেক্টাস এর শর্ত নম্বর- ১৪ ও ১৮ অনুযায়ী আবেদনকারিকে সংশ্লিষ্ট আয়কর অফিস হতে ১৯৯৯-২০০০ কর বছরের আয়ের সনদপত্র এবং আবেদনকারিকে সঠিক বয়স প্রমাণের জন্য ম্যাট্রিক/ এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার সার্টিফিকেট, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক জন্মগত চারিত্রিক সার্টিফিকেট এর অনুলিপি ১ম শ্রেণির গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত করে আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করতে হবে।
- অথচ এ ক্ষেত্রে আলোচ্য ৪ জন বরাদ্দগ্রহীতার মধ্যে ১ (এক) জনের জন্মতারিখের স্বপক্ষে বিদ্যালয়ের প্রশংসা পত্রের কপি পেশ এবং অপর ১ (এক) জনের আয়কর প্রত্যয়ন পত্রে আয়করের পরিমাণ উল্লেখ নেই। তাই আবেদনপত্রে লিখিত আয়কর ৫,০০,০০০ টাকা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী আয়করের পরিমাণের উপর প্রাপ্ত মার্ক নির্ণয় করা হয়। তাই আলোচ্য আবেদন ২ টি যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক বাতিলযোগ্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী আবেদনপত্র যাচাই বাছাই না করে ইচ্ছামাফিক যাচাই বাছাই করে সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। অপরদিকে কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় পেশকৃত প্রস্তাব এবং সে অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত লংঘন করে আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক প্লট বরাদ্দের অনুমোদন ও বরাদ্দপত্র দেয়া হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৪]।

অনিয়মের কারণঃ

প্লট বরাদ্দ নীতিমালা ও প্রসপেক্টাস শর্ত নম্বর ১৪ ও ১৮ লংঘন।

ফলাফলঃ

প্লট পাওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিকে অনিয়মিতভাবে প্লট বরাদ্দ প্রদান।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

২০০৩ সালের বরাদ্দ নীতিমালায় যে সকল আবেদনকারীগণ ন্যূনতম স্কোর অর্জন করেননি তাদেরকে জেনুইন ও ডিজারভিং কোটায় প্লট বরাদ্দ করা হয়। বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে জেনুইন ও ডিজারভিং কোটায় প্লট বরাদ্দ করা হয়েছে।

নিরীবা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ন্যূনতম স্কোর না পেলেও আবেদনকারীগণকে জেনুইন ও ডিজারভিং কোটায় প্লট বরাদ্দ করা যাবে এ রকম কোন বিধি বিধান দি ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (এ্যালটমেন্ট অব ল্যান্ড) রুলস ১৯৬৯ এ উল্লেখ নেই। অধিকত্ব এই ক্যাটাগরিতে বিবেচনার মানদণ্ড কি তা নথিতে পাওয়া যায়নি এবং জবাবেও উল্লেখ করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে কোন অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীবার সুপারিশঃ

জেনুইন ও ডিজারভিং কোটার মানদণ্ডের প্রমাণক সরবরাহের ব্যর্থতায় প্লটের বরাদ্দ বাতিল এবং প্লট বরাদ্দ প্রদানকারী বোর্ড সভার সদস্যদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৫।

শিরোনামঃ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের সুপারিশ করা সত্ত্বেও দরপত্র অনুমোদনে অহেতুক বিলম্বের ফলে পুনঃ দরপত্র আহবান করায় কাজের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে ১,৬৫,০৩,১০৯/- টাকা আর্থিক ব্যয়।

বিবরণঃ

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব ১৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ০৯/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১১ নং ব্রীজ নির্মাণ কাজের নথি, টিইসি'র রিপোর্ট, বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, দরপত্র অনুমোদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- টিইসি কর্তৃক দরপত্র গ্রহণের সুপারিশ করা সত্ত্বেও দরপত্র অনুমোদনে অহেতুক বিলম্বের ফলে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার টেন্ডার ভ্যালিডিটি পিরিয়ড ২য় বার বৃদ্ধির সম্মতি না থাকায় দরপত্র বাতিল পূর্বক পুনঃ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদন করায় ১ম দরপত্রের তুলনায় পুনঃ দরপত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১,৬৫,০৩,১০৯ টাকা।
- আলোচ্য কাজের ১ম প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৩,৩৬,৯৮,৩৯৩ টাকা এবং ১ম দরপত্রে রেসপনসিভ ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দর ছিল ১৪,৩১,০৮,০১০ টাকা যা টিইসি কর্তৃক সুপারিশ করে তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দরপত্রটি অনুমোদনে বিলম্ব হওয়ায় ১ম বার টেন্ডার ভ্যালিডিটি পিরিয়ড ১০/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এরপরও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র অনুমোদন না করায় ২য় বার টেন্ডার ভ্যালিডিটি পিরিয়ড ৩১/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার সম্মতি না থাকায় দরপত্রটি বাতিল করা হয়।
- অতঃপর প্রাক্কলিত মূল্য বৃদ্ধি করে ১৬,৬২,১৭,২০৬ টাকা নির্ধারণ ও অনুমোদন করা হয়। পুনঃ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দাখিলকৃত দর ১৫,৯৬,১১,১১৯ টাকায় অনুমোদন করা হয়।
- ১ম দরপত্র অনুমোদন না করে পুনঃ দরপত্র আহবান করায় এবং তা অনুমোদন করায় কাজের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে সরকারের ১,৬৫,০৩,১০৯ টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-৫]।

অনিয়মের কারণঃ

দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে দরপত্র গ্রহণ না করা।

ফলাফলঃ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দরপত্র অনুমোদন না করায় ব্রীজ নির্মাণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- দরপত্রটি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় ১০/০২/২০১২ খ্রিঃ তারিখে দরপত্র ভ্যালিডিটি পিরিয়ড শেষ হওয়ায় তাহের এন্ড সন্স লিঃ কে তাদের দরপত্র ভ্যালিডিটি পিরিয়ড বর্ধিত করনের সম্মতির বিষয়ে পত্র প্রদান করা হলে তারা ভ্যালিডিটি পিরিয়ড বাড়তে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এ কারণে পুনরায় দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে কোন কার্যক্রম গ্রহণের সুযোগ নেই। অতঃপর কাজটির জন্য পিপিআর এর বিধান অনুযায়ী চলমান প্রাক্কলন প্রস্তুত/ অনুমোদনের পর দরপত্র আহবান করা হয়। যার প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ১৬,৬২,৯৭,২০৫.৭৬ টাকা এবং অনুমোদিত দরপত্র মূল্য ছিল ১৫,৯৬,১১,১১৯.৫০ টাকা। এক্ষেত্রে আর্থিক কোন ক্ষতি হয়নি।

নিরীবা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। টেন্ডারে উল্লিখিত সময় কালের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন করে কার্যাদেশ প্রদান ও চুক্তি সম্পাদনের আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু সঠিক সময়ে দরপত্র অনুমোদন না করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২৮/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র ইস্যু করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র দেওয়ার পর মন্ত্রণালয় হতে কোন সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীবার সুপারিশঃ

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টি ই সি) কর্তৃক সুপারিশ করা সত্ত্বেও দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র অনুমোদন না করায় আর্থিক ক্ষতির বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

.....বঙ্গব্দ
তারিখ :।
.....খ্রিষ্টাব্দ

(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।